ভাগাভাগির জীবন

যশোধরা রায়চৌধুরী

মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেই আমি ঘরে ঢোকার জন্য তক্কে তক্কে থাকি
এই প্রহর, এই সংসার, এই সমস্ত জীবন এখন ভাগাভাগির
এই সমস্ত জীবন এখন প্রতিদিন পরস্পরকে আড়াল করার এবং
প্রমাণ লোপের।

বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই আমি ঢুকে পড়ি
একটাই স্থান, কাল আর পাত্র বদলালেই আমরা পরস্পরকে চিনি না
সকলেই সকলকে আড়চোখে দেখি
কেউ কারোর পথে বাধা সৃষ্টি করব না বলেই
প্রত্যেকে প্রত্যেকের ফেরার আগে
প্রমাণ লোপ করে দিই।

মায়ের অনুপস্থিতিতে আমি মায়ের থালায় খাই
মায়ের আটা দিয়ে মায়ের রুটি বেলি
মায়ের আগুন জ্বেলে সেঁকে নিই মাংস

তারপর ধুয়ে সোজা করে রাখি চাকি ও বেলন
ধুয়ে ঝুলিয়ে রাখি তাওয়া ও আংটা
প্রমাণ লোপ করি

ভাই বোন ও বন্ধুদের সঙ্গেও সমতুল্য প্রমাণ লোপের খেলা চলে
বুদ্ধি আর মেধা বদলাবদলি করে নিই
তারপর আবার বোকা মুখ, চ্যাপ্টা হাসি ও সুচতুর ক্যাবলামি পরে নিয়ে
প্রমাণ লোপ করি প্রতিটি গোপন জেনে ফেলেছি যে।

দাদাভাইদের এভাবেই চিরকাল বোকা বানাতে হয়
ভাই ও বোনেদের জানতে দিতে হয় না তিক্ততম সত্যগুলি

নিপুণ ও অতি কাতরতাময়, স্পর্শসুখ গুলি
সমস্ত ঘটে গেলে প্রমাণ লোপের জন্য মোটা মোটা বেঁচে থাকা
আবার আলনা থেকে নামিয়ে পরে ফেলি